শহীদদের
শেষ মুহূর্তগুলো

sean
PUBLICATION
সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সূচিপত্র

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান ৫

এই বইটির নেপথ্যে কিছু কথা ১০

কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থান.................. ২২

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মহানায়ক ৬৫

চলে আসুন ষোলশহর ৮০

তিনটা লাশের সাথে আমার শান্ত মণির লাশটা বেওয়ারিশ ছিল....... ৯১

হারিয়ে যাওয়া এক সম্ভাবনাময় তরুণ উদ্ভাবক ১০৭

ট্যাঙ্ক থেকে ছুঁড়ে ফেলা সেই ছেলেটি.................................. ১১২

ভাইকে নিয়ে বাসায় ফেরা হলো না ১২২

মেরে ফেললে তো শহীদ হয়ে যাব...................................... ১৩০

পানি লাগবে কারও? পানি, পানি.. ১৪০

কই চইলা গেল আমার পোলা ১৪৭

আমার আসতে দেরি হলে তোমরা খেয়ে পড়তে বসো.............. ১৫৪

মা-ই ছিল যার পৃথিবী ১৫৭

আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে.......................... ১৬১

ঘরের ভেতরেও রেহাই পায়নি শিশু সামির!.......................... ১৭১

বুকের মাঝখান দিয়ে গুলি ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল ১৭৪
বাবার হাতে সন্তানের মগজ.. ১৯৪
ছাত্রদের হাতে উঠলে বাঁশ, বদলে যাবে ইতিহাস.................. ২০২
হাশরের ময়দানে সেদিন কী জবাব দেব?.............................. ২১২
ছেলের সাথে মা আন্দোলনে যেতে চেয়েছিলেন...................... ২১৮
আমার ফোন আর লাশ আম্মুর কাছে পৌঁছে দিবেন................. ২২৪
গুলিবিদ্ধ মুমূর্ষু মাসুদকে ওরা পিটিয়ে মেরে ফেলল!................. ২৩৩
রিক্সার পা-দানিতে ঝুলতে থাকা সেই গুলিবিদ্ধ ছেলেটি ২৪৩
যদি না পাঠাতাম, তাহলে তো আমার ছেলেকে হারাতাম না ২৫২
‘যদি বেঁচে না ফিরি, গর্বিত হইও..................................... ২৫৮
তাদের মৃত্যুর প্রতিবাদ করতেই আমি আন্দোলনে গিয়েছি.......... ২৭১
তুই শহীদ হইলে তো আমরাও ভাগ্যবান ২৭৮
ও আমার বন্ধু। ওকে বাঁচান, ও এখনো জীবিত আছে.............. ২৮৬
চেকলিস্ট ১- নিহত বিশ্ববিদ্যাল য়ের শিক্ষার্থীদের লিস্ট ২৯৪
চেকলিস্ট ২- আন্দোলনে নিহত মাদরাসা ছাত্রদের লিস্ট ২৯৬
চেকলিস্ট ৩- জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ৩৬ দিনের কালপুঞ্জি.......... ২৯৯
চেকলিস্ট ৪- শহীদদের তথ্য সংগ্রহকারীদের অনুভূতি ৩১৪

এই বইটির নেপথ্যে কিছু কথা

৭ই জুলাই, ২০২৪। ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি এত কম কেন জানতে চাইলে তারা জবাব দেয়, 'স্যার, আজকে বাংলা ব্লকেড, ঢাকায় যানবাহন চলছে না।' যারা বসুন্ধরা ও আশেপাশের এলাকায় থাকে, তারাই শুধু ক্লাসে উপস্থিত ছিল। 'বাংলা ব্লকেড' কথাটা প্রথমবারের মতো শুনে ইউনিক লেগেছিল। সেদিন থেকেই মূলত ২০২৪ সালের কোটা আন্দোলন সম্পর্কে বাস্তবিকভাবে অবগত হতে শুরু করি। যদিও এর আগে এ বিষয়ে কিছু খবর দেখেছি, কিন্তু শিক্ষার্থীদের এবারের আন্দোলনের গভীরতা তখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি।

৫ই মে, ২০১২ সালে এক যুগের বেশি সময়ের প্রবাসী জীবন গুটিয়ে দেশে ফেরার পর থেকে তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ব্র্যাক, আইইউবি এবং বিইউএইচএস) শিক্ষকতা করেছি। এখানে শিক্ষার্থীদের মাঝে সরকারি চাকরি, বিশেষত বিসিএসের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখিনি। মানের দিক দিয়ে উপরের সারির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রধান লক্ষ্য থাকে প্রবাসে পাড়ি জমানো। কেউ কেউ আবার বিজনেস বা কর্পোরেট জবে আগ্রহী। তাই প্রথমদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে তেমন কোনো সাড়া দেখা যায়নি।

১৪ জুলাই দিবাগত রাত বারোটা। তখন ১৫ জুলাই মাত্র শুরু হয়েছে। ঘুমানোর আগে ফেসবুকে একটি ভিডিও দেখে রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে যাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মিছিল করছে—'তুমি কে, আমি কে? রাজাকার, রাজাকার।' 'রাজাকার' শব্দটি—যা বরাবরই অত্যন্ত ঘৃণিত এবং বিশেষত ইসলামপন্থীদের ট্যাগিং করতে ব্যবহৃত হতো—সেই শব্দটি শিক্ষার্থীরা প্রচণ্ড ক্ষোভে নিজেদের জন্যই ব্যবহার করছে! এটি আমার কাছে অভাবনীয় লেগেছিল। এরপর সেই রাতে আর ঘুমাতে পারিনি। ফেসবুকে মানুষের প্রতিক্রিয়া পড়তে থাকি এবং পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিচ্ছে, তা অনুধাবন করার চেষ্টা করি। সেই মুহূর্ত থেকে কোটা আন্দোলনের গভীরতাকে উপলব্ধি করতে থাকি।

দীর্ঘ ফ্যাসিবাদী শাসনামলে হত্যা, গুম, খুন, এবং ভয়-ভীতির পরিবেশে গভীর হতাশায় নিমজ্জিত ছিলাম। ২০১৩ সালের ৫ই মে শাপলা চত্বরে ঘটে যাওয়া গণহত্যার পর থেকে দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনার একজন সচেতন প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে উঠেছি। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে একসময় সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছুটা রাজনৈতিক বিষয়ে লেখালেখি করতাম। তবে দিন দিন এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যখন আমার ফেসবুক পোস্ট দেখে পরিবারের সদস্য এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তারা বারবার আমাকে সাবধান করেছেন, যেন আমি সরকারের রোষানালে না পড়ি। শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলতেন, 'তোমার কোনো রাজনৈতিক ব্যাকআপ নেই, তোমার কিছু হলে কেউ এগিয়ে আসবে না।' সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা আমাকে চুপ থাকার পরামর্শ দিতেন। এই কারণে আমাকে অনেক পোস্ট মুছে ফেলতে হয়েছে, লিখেও আর পোস্ট করা হয়নি।

ফ্যাসিবাদী শাসনামলের আতঙ্ক এবং দমবন্ধ পরিবেশ কেমন ছিল, তা বোঝাতে আমার একটি ঘটনা তুলে ধরছি। ২৭ আগস্ট ২০২২, সায়েন্টিফিক জার্নালে সাবমিট করা একটি পেপারের রিভিউয়ার ফিডব্যাক জানতে গিয়ে দেখি, তাদের সাইটে অ্যাক্সেস পাচ্ছি না। তখন জানলাম, জার্নালটি আমাকে এলজিবিটি (সমকামিতা) সংক্রান্ত একটি ফর্ম পূরণ করতে বাধ্য করছে। এই ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছিলাম 'পৃথিবী আসলে কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে'—এই টাইপের পোষ্ট। পোস্টটি ভাইরাল হলে নানা ইস্যু তৈরি হয়। এরপর থেকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার তাগিদে এবং সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এলজিবিটি/ট্রান্সজেন্ডারবাদের বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য ফেসবুকে নিয়মিত লেখালেখি শুরু করি।

২০২৩ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুকে কেন্দ্র করে ডিজিএফআই-এর পক্ষ থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সেই মেসেজ পাওয়ার পর থেকেই এক ধরনের আতঙ্ক গ্রাস করে। ডিজিএফআই-এর এন্টি-টেরোরিজম বিভাগের একটি টিম ক্যাম্পাসে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সেই দিন থেকেই আমি সরকারের কঠোর নজরদারির আওতায় চলে আসি।

২০২৪ সালের জানুয়ারী মাসে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে শরীফার (ট্রান্সজেন্ডার) ইস্যুকে কেন্দ্র করে আমাকে 'জঙ্গি' তকমা দিয়ে চাকরিচ্যুত করার চেষ্টা করা হয় এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আসিফ মাহতাবকে বরখাস্ত করা হয়। এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর চাপে আমাকে ৩ মাসের বেতন গ্রহণ করে পদত্যাগ করতে চাপ দেয় আইইউবি'র টপ ম্যানেজমেন্ট। নিরুপায় হয়ে ডিজিএফআই-এর সেই কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করি, যাকে ভালো মন-মানসিকতার মানুষ হিসেবে মনে হতো। অবশেষে তিনি আমাকে 'জঙ্গি' তকমা থেকে মুক্তি দিয়ে আইইউবি কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেন। উল্লেখ্য যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্বাধীন নয়; তারাও এক ধরনের চাপের মধ্যে কাজ করেন। খেয়াল করলে দেখবেন, যারা শুধুমাত্র বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষকতায় জড়িত, তাদেরকে মূলধারার মিডিয়াতে রাজনীতি সম্পর্কিত টক-শো'তে সচারাচর অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না।

এমন আতংকের পরিবেশে অবচেতন মনে এক ধরনের চিন্তা ভীড় করত—অঘটনের মধ্য দিয়ে হলেও দেশে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন আসুক। এ কারণে 'অঘটনের' প্রত্যাশায় সোশ্যাল মিডিয়ায় আপডেট নেয়া রীতিমত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এই সময়টাতে গণমাধ্যমের ওপর আস্থা আমার পুরোপুরি উঠে গিয়েছিল।

সেই ঢাবি ক্যাম্পাসের 'রাজাকার' শ্লোগানটি আমার মনোজগতে বিশাল তোলপাড় সৃষ্টি করে। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী দুই ভাইকে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাটি শেয়ার করে জানাই, দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হতে চলেছে। তারাও বিষয়টি শুনে বিস্মিত হয়। দেশের তথাকথিত 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র সংস্কৃতি তৈরীর অন্যতম কারিগর প্রথম আলো পত্রিকার সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট লেখক আনিসুল হক ঢাবির ক্যাম্পাসে রাজাকার শ্লোগান নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করে ফেসবুক পোষ্ট দেন। আমি সেটির স্ক্রিনশট যুক্ত করে জবাবে রাতে পোষ্ট দিলাম (রাত ১২টা ৩৩ মিনিটে, ১৫ জুলাই ভোরে)।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে ১৪ জুলাই রাত থেকে ১৮ জুলাই ইন্টারনেট বন্ধ হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত জনপরিসরে নৈতিকতা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচেষ্টা চালিয়েছি। বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে পেশাজীবীদেরকে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছি। ফেসবুকে পোস্টগুলো লেখার সময় যে আবেগ কাজ করেছিল, তা এখন সেভাবে আর প্রতিলিপি (রেপ্লিকেট) তৈরী করা সম্ভব নয়।

Mohammad Sorowar Hossain
15 Jul 2024 · 12:33 AM
আমার ভাল লাগছে! তোমরা অনেক খেলেছো

Anisul Hoque
16m ·

এত খারাপ লাগছে! সব বৃথা গেল!

See insights and ads
Boost post
সৈয়দ আহমেদ সিয়াম + 2.8k 78 comments 30 shares

Mohammad Sorowar Hossain
15 Jul 2024 · 1:33 AM
শিক্ষার্থীদের উপর ব্যাপক আক্রমণ করা হলে সাধারণ মানুষও রাস্তায় নামতে পারে। এত রাতে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের গণজমায়েত অস্বাভাবিক, বিস্ময়কর। আল্লাহ সবাইকে হিফাজতে রাখুন। শিক্ষক হিসেবে টেনশন কাজ করছে, ঘুমাতে পারছি না।

See insights and ads
Boost post
6.5k 161 comments 90 shares

Mohammad Sorowar Hossain
15 Jul 2024 · 1:44 AM
মাত্র ১০ বছরের ব্যবধানে পুরো চিত্র উলটে গেল! বিস্ময়কর। ট্যাগিং এর অতিরিক্ত ব্যবহার এবং বৈষম্যের ফলাফল

বিষাদবিমূঢ় updated their status. · Follow
15 Jul 2024 ·
এটাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়...

©mohir alom

Insights unavailable
Boost a post
সৈয়দ আহমেদ সিয়াম + 2.1k 51 comments 52 shares

Mohammad Sorowar Hossain
15 Jul 2024 · 5:33 PM
যারা এখন মারামারিতে লিপ্ত তারা বাংলাদেশের ভবিষ্যত, আমাদের সন্তান। শিক্ষার্থীদের দাবী নায্য। বিসিএস-এ মাত্রারিক্ত কোটা এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস- এগুলো কি নৈতিকভাবে মেনে নেয়ার মত বিষয়?

যদি মেনে নিতে হয়, তবে আমরা শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের সামনে নীতি-নৈতিকতার কথা বলা বাদ দিতে হবে। একমাত্র ডারইউনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব ছাড়া এসব অন্যায়কে জাস্টিফাই করা অসম্ভব।

মনে রাখা উচিত
আমরা এই পার্থীব দুনিয়া বেশীদিন থাকব না। আজ, না হয় কাল, কবরের বাসিন্দা হতেই হবে।

আমাদের সন্তানদের জন্য নায্যতার ভিত্তিতে সমাজ রেখে যাওয়া কি দায়িত্ব নয়? এটা কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নয়?

See insights and ads
Boost post
সৈয়দ আহমেদ সিয়াম + 1.1k 13 comments 40 shares

তখনকার ভয়াবহ এবং শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি, বিশেষ করে ১৫ জুলাই থেকে শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ এবং আবু সাঈদের শহীদ হওয়ার মর্মস্পর্শী ঘটনা, ভাষার মাধ্যমে পুরোপুরি তুলে ধরা সত্যিই কঠিন। ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে সেই সময়ের কিছু পোস্ট এই বইয়ে সংরক্ষিত করা হয়েছে। এসব পোস্টের মাধ্যমে পাঠকরাও হয়তো কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন যে, এই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের নিয়ে ঐতিহাসিক ডকুমেন্টেশন করার ক্ষুদ্র প্রয়াস শুধুমাত্র তথ্যের সন্নিবেশ নয়; বরং এখানে লেখকের আবেগও গভীরভাবে মিশে আছে।

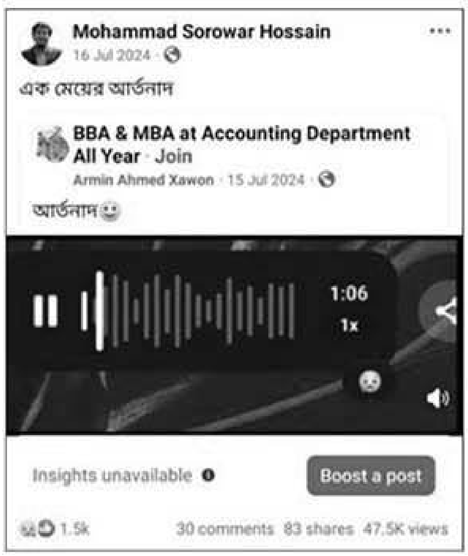

ছবি- স্ক্রিনশটের অডিও রেকর্ড QR Code স্ক্যান করে শুনা যাবে

Mohammad Sorowar Hossain

16 Jul 2024

বিবেকের কাছে প্রশ্ন, আপনি কি করবেন?

ধরুন, সরকারী চাকুরীজীবী হিসেবে যদি আপনাকে সাধারন মানুষ বা শিক্ষার্থীদের উপর গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়, তাহলে কি তা পালন করবেন?

চাকুরীজীবী হিসেবে কি তা নৈতিক বা ঠিক হবে?

See insights and ads | Boost post

সৈয়দ আহমেদ সিয়াম + 824 · 35 comments · 15 shares

Mohammad Sorowar Hossain

16 Jul 2024

এভাবে বন্ধ করে প্রলয় ঠেকানো যাবে?

গতকালের আগের রাতে বলেছিলাম ব্যাপক হামলা হলে পরিস্থিতি সামাল দেয়া যাবে না। তাই ঘটল। তা না হলে দেশের পড়াশুনা বন্ধ রাখার মত সিদ্ধান্ত আসত না।

যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে। সমাজে এখন হিংসা-হানাহানি বেড়ে যাবে। একটা খুব সহজ নায্য ইস্যুকে ক্ষমতার অপব্যবহার করার ফলে এতগুলো মানুষের প্রাণ গেল। পুরো দেশবাসী, প্রবাসীরা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সেই ছাত্র সংগঠনের দাম্ভিকতারও পতন ঘটলো, সাথে ডুবালো অনেক শিক্ষার্থীর জীবন। আফসোস হয়। কেউ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না।

শিক্ষা

এবার দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত

Mohammad Sorowar Hossain

16 Jul 2024

বাংলাদেশেই থাকব, পালিয়ে যাবো না। এই দেশেই যেন কবর হয়।

See insights and ads | Boost post

3.7k · 72 comments · 66 shares

Like · Comment · Copy · Share

Mohammad Sorowar Hossain

16 Jul 2024

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষককে বর্বরোচিত হামলা, বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের গায়ে হাত তোলা জন্য দৃশ্যমান প্রতিবাদ করা জরুরী। তা না হলে শিক্ষক আর পশুর মধ্যে পার্থক্য থাকবে না।

See insights and ads | Boost post

সৈয়দ আহমেদ সিয়াম + 991 · 27 comments · 21 shares

Like · Comment · Copy · Share

Mohammad Sorowar Hossain

16 Jul 2024

ঘুমাতে পারছি না। জাবি ক্যাম্পাসের ভয়ানক আতর্নাদ হৃদয় বিদারক।

১৭ জুলাইয়ের রাতের মধ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলো বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হয়। ১৮ জুলাই ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক রক্তাক্ত দিন। আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়েই যখন সন্দেহ তৈরি হয়, তখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী শিক্ষার্থীরা নিজেদের রক্ত এবং জীবন দিয়ে ঝিমিয়ে পড়া আন্দোলনকে পুনর্জীবিত করে।

সেই দিন দুপুর এগারোটা-বারোটার দিকে ডিজিএফআই-এর পক্ষ থেকে ফোন করে আমাকে সতর্ক করা হয়, আমি যেন শিক্ষার্থীদের সমর্থনে পোস্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকি। এতদ্‌সত্ত্বেও মানসিক ভয়কে পাশ কাটিয়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত লিখে গেছি।

যখন খবর আসল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নির্বিচারে গুলি খাচ্ছে, তখন আমার কর্মপ্রতিষ্ঠান আইইউবিতে সশরীরে গিয়ে টপ ম্যানেজমেন্টকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করি, যাতে আহত শিক্ষার্থীদের পাশে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দাঁড়ায়, যাতে চিকিৎসা এবং আইনি সহায়তা করে।

আসিফ মাহতাবের সঙ্গে বসুন্ধরা গেট-কুড়িল ফ্লাইওভারের নিচে অবস্থানরত নর্থ-সাউথ, আইইউবি আর এআইইউবি শিক্ষার্থীদের সমাবেশে সশরীরে যোগ দিতে বের হয়েছিলাম। এমন সময় কয়েকজন সহকর্মী বললেন, আপনি আড়ালে থাকেন, আপনি সরকারের টার্গেটে আছেন। দুপুর আড়াইটা-তিনটার দিকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আহত শিক্ষার্থীদের খোঁজে আইইউবির টিমের সঙ্গে যোগ দিতে রিকশায় উঠেছিলাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তারা ভয়ে আমাকে সঙ্গে নেয়নি—সরকার আইইউবির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে, এই আশঙ্কায়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে নিরুপায় হয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভয়েস বার্তা পাঠিয়ে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করলাম যেখানে ঢাবিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসর, রিটায়ার্ড আর্মি পার্সন, এমনকি বর্তমান অর্থ উপদেষ্টাও (সালেহ উদ্দিন আহমেদ) ছিলেন। কোনো সাড়া না পেয়ে আসিফ মাহতাবের সঙ্গে আলাপচারিতায় আমরা দুজনে ফোনে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। আসিফ আমার অজান্তে শিক্ষকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠানো আবেগঘন, কান্নারত ভয়েস রেকর্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেয়।

ছবি- স্ক্রিনশটের অডিও রেকর্ড QR Code স্ক্যান করে শুনা যাবে

১৮ জুলাই শিক্ষকদের নির্লিপ্ততায় সন্ধ্যার দিকে এক ফেসবুক পোস্টে লিখেছিলাম, বই লিখে সব জানিয়ে দেব। সেই দায়বদ্ধতাও এই বই লেখার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের পর ভিপিএন দিয়ে ফেসবুকের ইনবক্সে দেখলাম একটা মেসেজ। একজন শুভাকাঙ্ক্ষী (যিনি অপরিচিত ফেসবুক ফলোয়ার) ইনফর্মার জানালেন, ডিবি হারুন ও প্রদীপ কুমার আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কেন আমার প্রতি তাদের এত ক্ষোভ, তা জানতে চাইলাম। সেই

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মহানায়ক

শহীদের নাম: আবু সাঈদ
বয়স: ২৩ বছর, ৭মাস (জন্ম-১০ ডিসেম্বর ২০০০)
মৃত্যুর তারিখ: ১৬ জুলাই ২০২৪
পিতা: মকবুল হোসেন
মাতা: মনোয়ারা বেগম
ঠিকানা: জাফরপাড়া, পীরগঞ্জ, রংপুর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (ইংরেজি বিভাগে অধ্যায়ণরত, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়)

আবু সাঈদ কোটা সংস্কার আন্দোলনের (যা পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি পায়) শুরু থেকেই (জুন ২০২৪) সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ফ্যাসিস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার্থীদের অবজ্ঞা করে 'রাজাকারের বাচ্চা' বলে সম্বোধন করলে, ১৪ই জুলাই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং 'আমি কে, তুমি কে, রাজাকার, রাজাকার' শ্লোগানে ক্যাম্পাস প্রকম্পিত করে। এর প্রতিক্রিয়ায়, ১৫ই জুলাই সরকার-সমর্থিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বর আক্রমণ চালায়। এই দমন-পীড়নের প্রতিবাদে, ১৬ই জুলাই দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়করা। ফ্যাসিবাদের শাসনামলে হত্যা, গুম, এবং জঙ্গি ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে বিনা বিচারে কারাগারে আটকে রেখে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল। পুলিশের বন্দুকের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে সেই রাজত্ব চুরমার করে দেন আবু সাঈদ। তাঁর অসীম সাহসিকতায় অনুপ্রাণিত শিক্ষার্থী-জনতা, দল-মত নির্বিশেষে রাস্তায় নেমে আসে, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানে।

Abu Sayed
15 Jul 2024

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সরকারের একেরপর এক মন্ত্রীরা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে এইসব পোস্ট করে যাচ্ছেন।

যেখানে তাদের উচিৎ ছিল সাধারণ শিক্ষার্থীদের অযথা যে ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে তার প্রতিবাদ করা। অথচ তারা সম্মিলিতভাবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছেন।

তাদের সাহস কি করে হয় সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে তুলনা করার? স্বাধীনতার পক্ষ শক্তি বিপক্ষ শক্তির সার্টিফিকেট দেয়ার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? আপনাদের মতের সাথে না মিললেই সে রাজাকার এই অপকৌশল এখন আর চলবে না।

আপনারা ভিন্নমত সহ্য করতে পারেন না এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে আপনাদের আচরণে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলার অধিকার আপনাদের ছাত্রসংগঠনকে কে দিয়েছে?

দেশের মালিক জনগণ, কাজেই জনগণের ইচ্ছা কে প্রাধান্য দিন। সরকার যা চাইবে তাহাই হইবে এটা কোনো গণতান্ত্রিক

Abu Sayed
15 Jul 2024

যদি আজ শহিদ হয় তবে আমার নিথর দেহটা রাজপথে ফেলে রাখবেন।
ছাত্র সমাজ যখন বিজয় মিছিল নিয়ে রুমে ফিরবে তখন আমাকেও বিজয়ী ঘোষণা করে দাফন করবেন।
একজন পরাজিতের লাশ কখনো তার মা-বাবা গ্রহণ করবে না।

আদনান আবির
সমন্বয়ক
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

আবু সাঈদদের সাথে শেষ আলাপচারিতায় তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফরহাদ হোসাইন (কারমাইকেল কলেজ [রংপুর]-এর শিক্ষার্থী) এবং মো. রাসেল (মহিপুর হাজি মহসিন সরঃ কলেজ [জয়পুরহাট]-এর শিক্ষার্থী) ১৫ জুলাই রাতের ঘটনা বর্ণনা করেন এভাবে—

> '১৫ তারিখ সন্ধ্যায় আবু সাঈদসহ আমাদের আড্ডার পরিকল্পনা ছিল। ফোনে আবু সাঈদকে পাওয়া যাচ্ছিল না বিধায় আমরা ওর রুমে যাই। সেদিন বিকাল ৪টায় বেরোবি থেকে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের মিছিল বের হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ছাত্রলীগের বাধার কারণে সেই মিছিল বের হতে পারেনি। আবু সাঈদের পুরানো সেকেন্ড হ্যান্ড ফোনসেট নষ্ট হওয়ার কারণে ঢাকার সমন্বয়কদের সাথে যোগাযোগ করতে পারতেছিল না। রুমমেইটের ফোনে ১৫ জুলাইতে সংঘটিত ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্রদের ওপর হামলার পোস্ট ও ভিডিও দেখার পর আবু সাঈদকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল, ওকে এমনটা আমরা আগে কখনো দেখিনি, আমাদের কাছে কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল।
>
> ওর কাছ থেকে ক্যাম্পাসের বিস্তারিত বিষয় জানতে চাইলে সাঈদ বলে, 'ক্যাম্পাসে আন্দোলন করার এক পর্যায়ে আন্দোলনরত বেরোবির এক জুনিয়র ছাত্রের মোবাইল কেড়ে নেওয়া ঠেকাতে গেলে ১১ জুলাই বেরোবির ছাত্রলীগ সভাপতি পোমেল বড়ুয়া আমাকে চড়থাপ্পড় মারে।'
>
> সব শোনার পরে আমরা ওকে বুঝানোর চেষ্টা করি, তুই সমন্বয়কদের ভূমিকায় আছিস ঠিক আছে। যেহেতু আমরা অবস্থানগত কারণে তোর সাথে মিছিলে যেতে পারিনা, কাজেই এটা বোঝাই যে, তুই যা কিছুই করিস, তোর ব্যাকআপটা যেন ভালো থাকে। তোর সঙ্গে যারা আছে, তারা যেন তোকে সেফ রাখতে পারে। এই ব্যাকআপ নিয়ে তুই নেতৃত্ব দিবি সমস্যা নেই। আর তোর ব্যাকআপ না

থাকে তাহলে পেছন থেকে নেতৃত্ব দেওয়াই ভালো হবে। সামনে আসার দরকার নাই। তখন যেহেতু অবস্থা ভালো ছিল না। ছাত্রলীগ মারামারি করতেছিল, তাই আমরা বলেছি, তুই যাই করিস নিজেকে সেফ রেখে তারপর তুই নেতৃত্ব দিবি। তোর সাথে যদি কেউ না থাকে, তুই যদি একাই করিস আন্দোলন, তাহলে তো পারবি না। আমরা ওকে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম।

তখন সাঈদ পাল্টা জবাব দেয়—

'আমার যদি কিছু হয়, তোরা বন্ধুরা কষ্ট পাবি বা কান্না করবি, আমার ফ্যামিলি কান্না করবে। সেম জায়গায় আমার জায়গায় যদি অন্য কেউ নেতৃত্ব দেয় তারও বন্ধু ফ্যামিলি আছে। তারাও কষ্ট পাবে, তারাও যদি সেম কথা বলে। তারাও যদি নিষেধ করে এরকম করে, তাহলে নেতৃত্ব দিবে কে? কাউকে-না-কাউকেই তো নেতৃত্ব দিতে হবে। আমি আল্লাহর সাথে কথা বলছি, আল্লাহ আমাকে যেভাবে চায় সেভাবেই যেন চালায়। যা আমার জন্য ভাল হয়, সেটাই যেন হয় আমার সঙ্গে। তুই যদি সারাদিন সারারাত আমাকে বুঝাইস যে, আমি কালকে মিছিলে যাব কি যাব না, আমি এই মুহূর্তে কোন ডিসিশন নিতে পারব না, আমার নিজের কথাও না আমার বাবার কথাও না আমার ফ্রেন্ডদের কথাও না। আমি কালকে কী করব, এখন অব্দি আমার কোনো চিন্তাই নেই, আমি কালকে কী করব। আমার জন্য যদি ভাল হয়, কালকে মিছিলে যাওয়া। আল্লাহ যদি চেয়ে থাকেন, তাহলে আমি যাব। আর যদি আল্লাহ মনে করেন যে, আমার জন্য রুমে থাকাই ভালো, তাহলে আমি হয়তো-বা রুমেই বসে থাকব।'

এরকম করে বলার পর আমরা আর কিছু বলি নাই ওকে। বলার মতো কোনো ভাষা ছিল না। পরদিন, ১৬ জুলাই সকাল ১১টায় রাসেল তাকে একটা স্মার্টফোন দিয়ে আসে, যাতে এই সংকটময় সময়ে ঢাকার সমন্বয়ক ও সকলের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে।'

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৬ জুলাইয়ের সকালের পরিস্থিতি বর্ণনা করে আবু সাঈদের আন্দোলনের সহযোদ্ধা (কারমাইকেল কলেজের শিক্ষার্থী) ইমরান আহমেদ বলেন—

'১৬ জুলাই, দুপুরে চারতলা মোড় থেকে আন্দোলনের প্রোগ্রাম শুরু হয়। আমি এবং সাঈদ একসঙ্গে হাত ধরে স্লোগান দিচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পর রংপুর জিলা স্কুলসহ আশপাশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আমাদের মিছিলে যোগ দেয়। আমরা মিছিল নিয়ে লালবাগ রেলগেট পর্যন্ত এগিয়ে যাই।

লালবাগে পৌঁছে দেখা যায়, ছাত্রলীগের সদস্যরা অস্ত্র এবং লাঠিসোটা নিয়ে আমাদের প্রতিহত করার জন্য সেখানে অবস্থান নিয়েছে। আমরাও আশপাশের শিক্ষার্থীদের যোগ দেওয়ার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিলাম। বেলা বাড়ার সাথে সাথে আরও শিক্ষার্থী মিছিলে যোগ দিলে আমরা মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওনা দেই। আমাদের লক্ষ্য ছিল মর্ডান মোড় ব্লক করা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছে দেখি, এক এবং দুই নম্বর গেটে পুলিশের বিপুলসংখ্যক সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। তাদের আশ্রয়ে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা লাঠিসোটা হাতে অবস্থান করছে। তখন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে 'ভুয়া, ভুয়া' বলে স্লোগান দিতে শুরু করে।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ এবং ছাত্রলীগ তাদের বাধা দেয়। এসময় পুলিশ ও ছাত্রলীগের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশ ও ছাত্রলীগ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করে, যার ফলে বেশ কিছু শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়।

সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশ আবু সাঈদের মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে, যার ফলে তার মাথা ফেটে যায়। এরপরও সাহসিকতার সঙ্গে সাঈদ রাস্তার বিভাজক (ডিভাইডার) পার হয়ে পুলিশের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যান।

ছবি: পুলিশ আবু সাঈদের মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করছে

'চলে আসুন ষোলশহর'

নামঃ মোহাম্মদ ওয়াসিম আকরাম
বয়সঃ ২২ বছর ৮ মাস (জন্ম: ৬ ডিসেম্বর ২০০১)
মৃত্যুর তারিখঃ ১৬ জুলাই ২০২৪
পিতার নামঃ শফিউল আলম
মাতার নামঃ জোসনা বেগম
ঠিকানাঃ পেকুয়া, কক্সবাজার
শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ চট্টগ্রাম কলেজ থেকে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ২০১৯-২০২০ সেশনের স্নাতক তৃতীয় বর্ষে ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পরপরই ঘাতকের ছোঁড়া বুলেটে শহীদ হন।

'চলে আসুন ষোলশহর'— ১৬ জুলাই, ২০২৪ মৃত্যুর তিন ঘণ্টা আগে ফেসবুক পোস্টে সবাইকে ষোলশহর চলে আসার জন্য নির্দেশনা দেন ওয়াসিম আকরাম। এর আগে ১৫ জুলাই, একটি ফেসবুক পোস্টে মোহাম্মদ ওয়াসিম আকরাম লেখেন 'ঝড় মোকাবেলার এখন শ্রেষ্ঠ সময়, ১৮ কোটি বাঙালির ভাগ্য নির্ধারনে জেগে ওঠো হে ছাত্রসমাজ'।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নানান কর্মসূচিতে নাজেহাল সরকার। ১৫ই জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক বক্তব্যে আগুন লেগে যায় ছাত্রসমাজের মধ্যে। তিনি আন্দোলনকারীদের রাজাকার বলে অভিহিত করেন। তার প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাজপথে নেমে আসেন সেদিন রাতেই। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয় ক্যাম্পাসগুলো। যথারীতি পরদিন অর্থাৎ ১৬ই জুলাই কর্মসূচি দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

ওয়াসিম ছিল এই আন্দোলনে সক্রিয় একজন কর্মী। স্বৈরাচারী হাসিনার বক্তব্য তার মনেও তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। নানা ধরনের ফেসবুক পোস্ট দিয়ে তা সে জানান দিচ্ছিল। রাজপথের সৈনিকেরা ফেসবুকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।

অপেক্ষা করছিল ভোরের; সকাল হলেই নেমে পড়বেন আন্দোলনে। প্রতিবাদী আত্মা ভয় পায় না মৃত্যুকে। নিজের ভিতর তৈরি হওয়া সেই দাবানল থেকে হঠাৎ ফেসবুক পোস্ট দিলেন শহীদ হতে চান তিনি।

প্রতিদিন সূর্য ওঠে স্বপ্ন ও সম্ভবনা নিয়ে। ১৬ই জুলাই যে এদেশের ইতিহাসের বর্বরতম একটি দিন হতে যাচ্ছে, তা হয়তো ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবেনি। সকাল থেকেই আন্দোলনে সক্রিয় কর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখছিল ওয়াসিম। শহরের ষোলশহরে আসার আহ্বান জানিয়ে একটি পোস্ট দিয়ে দিল সে। ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে রাজপথ মুখরিত হতে লাগল। ফ্যাসিস্টের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আন্দোলনের কণ্ঠস্বরকে চেপে ধরতে চায়। আওয়ামীলীগ ও তার দোসররাও এর ব্যাতিক্রম ছিল না। আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নেয় পুলিশ, আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সন্ত্রাসীরা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বৈরাচারের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে আসে ওয়াসিম।

তীব্র আন্দোলন নিয়ে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল ওয়াসিমরা, ঠিক তখনই চট্টগ্রামের মুরাদপুরে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের দ্বিমুখী সংঘর্ষ বেঁধে যায়। নিরস্ত্র জনতা উপায় না পেয়ে যে যার মতো পালাতে লাগল। বিকেল ৩টার দিকে হঠাৎ ছাত্রলীগের ছোড়া একটি বুলেট এসে বিদ্ধ হলো ওয়াসিমের শরীরে। ঘাতকের গুলিতে নিস্তেজ হয়ে গেল ওয়াসিমের দেহ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা এই সৈনিক হারিয়ে ফেলল হাঁটার শক্তি। জুলুমের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠের এই যোদ্ধা যেন হাঁটতে ভুলে গেল। তড়িঘড়ি করে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলো। কিন্তু না, তাকে বাঁচানো গেল না। ১৬ ঘণ্টা আগে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে শহীদ হওয়ার যে তামান্না ছিল, স্রষ্টা তা কবুল করলেন।

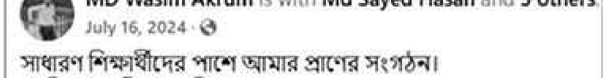
MD Wasim Akrum is with Md Sayed Hasan and 3 others.
July 16, 2024 ·
সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে আমার প্রাণের সংগঠন।
আমি এই পরিচয়ে শহিদ হব

কক্সবাজারের পেকুয়া সদর ইউনিয়নের দক্ষিণ মেহেরনামা বাজারপাড়ায় ৬ ডিসেম্বর ২০০১ ঈসায়ী জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ওয়াসিমের বাবা শফিউল আলম প্রবাসী, মধ্যপ্রাচ্যের কাতারে একটি কোম্পানিতে চাকুরি করে। মাতা জেসনা বেগম গৃহিণী। দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে ওয়াসিম তৃতীয়। চট্টগ্রাম কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক ২০১৯-২০২০ সেশনের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

শহীদ হওয়ার সেই দিনে

১৬ জুলাই শহীদ ওয়াসিম আকরাম-এর মৃত্যুর বিবরণ দিতে গিয়ে সহযোদ্ধা ও এলাকার বড় ভাই আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন—

'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গণজমায়েত পরবর্তী মিছিলের যাত্রা শুরু হওয়ার স্থান ছিল ষোলশহর (বিশ্ববিদ্যালয় রেলষ্টেশন)। ছোট ভাইদের দুপুর ১টা ৪৫-এর দিকে তিনটা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে ম্যাসেজ দিয়ে সবাইকে ষোলশহর আসতে বললাম। আমিও আমার সাথে কয়েকজন নিয়ে ষোলশহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। কিছুক্ষণ পর 'ওয়াসিম আকরাম' আমাকে ফোন দিল।

ওয়াসিম বলল, 'ভাই আপনি কোথায়?'

আমি বললাম, এখন মির্জাপুলের কাছাকাছি।

ওয়াসিম: ভাই ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে আমি দেখেছি আপনি সবাইকে ষোলশহর রেলষ্টেশন-এ আসতে বললেন, ওখানে তো ভাই ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক 'রনি' ওর পোলাপাইন নিয়ে অবস্থান করতেছে, ওখানে এখন যাওয়া যাবে না ভাই।

আব্দুল্লাহ আল নোমান: ওয়াসিম তুই কোথায়?

ওয়াসিম আকরাম: ভাই আমি শিক্ষা বোর্ড-এর এইদিকে আছি। আপনি মিছিল শুরু করার আগেই, যেখানে অবস্থান নিবেন সেখানে আসব।

আব্দুল্লাহ আল নোমান: ঠিক আছে তুই ওদের সাথে ওইদিকে থাক। মিজানের সাথে যোগাযোগ করে আমি যেখানে অবস্থান নেব, সেখানে চলে আসবি।

ওয়াসিম আকরাম: ঠিক আছে ভাই।

আমি বিচ্ছিনভাবে ছোট ভাইদের নিয়ে বিকাল ২টা ২০-এর দিকে মুরাদপুর মোড়ে (ব্রীজের উপরে) অবস্থান নিলাম। এরপর ফোন করে আর কিছু ছোট ভাইকে নিয়ে আসলাম। একদিকে ষোলশহর ও ২নং গেইট অন্যদিকে মুরাদপুর ডাচবাংলা ব্যাংক-এর নিচে ছাত্রলীগ-যুবলীগের সশস্ত্র অবস্থান দেখে ছোট ভাই সবার মনে ভয় কাজ করছিল।

ঠিক দশ মিনিট পর আমি মিছিল শুরু করব। এর মধ্যে আমার পাশে থাকা মিজান বলল, 'ভাই ওয়াসিম ফোন করল ও নাকি আসতেছে, একটু অপেক্ষা করেন।